DAWAT-E-ISLAMI
রিসালা নং: ১০২

নাত পরিবেশনকারী ও হাদিয়া

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির. ৫১তম খন্ড. ১৩৭ পৃষ্ঠা. দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

নাত পরিবেশনকারী ও হাদিয়া

নাতে রাসূল পরিবেশন করা, শ্রবণ করা নিঃসন্দেহে খুবই উত্তম ইবাদত। কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে কবুল হওয়ার চাবিকাটি হচ্ছে ইখলাছ তথা একনিষ্ঠতা। নাত শরীফ পড়ে পারিশ্রমিক নেওয়া এবং দেওয়া হারাম এবং জাহান্নামের নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। দয়া করে সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ (লিখক) এর চিঠিটি শুধুমাত্র (একবার) পরিপূর্ণ পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অন্তরে ইখলাছের ঝর্না প্রবাহিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, মক্কী মাদানী হাশেমী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহের কারণে দিন ও রাতে তিনবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার বদান্যতার দায়িত্বে একথা অপরিহার্য করে নেন যে, তিনি তার ঐ দিন ও ঐ রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।"

(মু'জামুল কবীর, ১৮তম খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط সগে মদীনা (লিখক) মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবীর পক্ষ থেকে বুলবুলে মদীনা, আমার প্রিয় মাদানী ছেলে ..... (سَلَّمَهُ الْبَارِی) এর খিদমতে হযরত সায়্যিদুনা হাস্‌সান বিন সাবিত رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নূরানী কদম মোবারকদ্বয়কে চুম্বন করে আসা, আন্দোলিত সুবাসিত স্বশ্রদ্ধ সালাম-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

রযা জু দিল কো বানানা থা জলওয়াগাহে হাবীব,
তু পিয়ারে কয়দে খুদি ছে রহিদা হোনা থা।

২১শে সফর ১৪২৫ হিজরীতে নিগরানে শূরা বাবুল মদীনা করাচীর নাত পরিবেশনকারী ইসলামী ভাইদের সাথে মাদানী মাশওয়ারা করেন। তিনি যখন লোভ, লালসা ইত্যাদির খারাপ পরিনামের কথা বর্ণনা করে এ কথার উপর উদ্ভুদ্ধ করেন যে, ইজতিমায়ে যিকর ও নাতে প্রত্যেক নাত পরিবেশনকারী যখনই নিজের পালা আসবে, তখন যেন ঘোষণা করে দেন যে, "আমাকে কোন প্রকার হাদিয়া (উপঢৌকন) দিবেন না, আমি তা গ্রহণ করবো না।" একথার উপর তিনি (নিগরানে শুরা) হাত উঠিয়ে ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তা ঘোষণা করে দিবো। এ খুশির সংবাদ শুনে আমার অন্তর খুশিতে মদীনার বাগানে পরিণত হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” **(সা’য়াদাতুদ দা’রাঈন)**

আল্লাহ্ তাআলা আপনাদেরকে এ মহান মাদানী নিয়্যতের উপর স্থায়িত্ব দান করুক। আমার অন্তর থেকে এ দোয়া বের হচ্ছে; আমাকে, আপনাকে এবং যারা যারা এ মাদানী নিয়্যত করেছেন তাদেরকেও **আল্লাহ্ তাআলা** উভয় জগতের মধ্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দে রাখুক। ঈমানের হিফাযত ও বিনা হিসাবে ক্ষমা এবং সর্বদা মদীনার সমুজ্জল সুগন্ধময় ফুলের ন্যায় হাস্যোজ্জল রাখুক আর দুনিয়ার খ্যাতি ও সম্পদের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতের আলোতে ব্যাকুল হয়ে অধিকহারে নাত পড়ার এবং শুনার সৌভাগ্য দান করুক। হায়! (নাত পরিবেশনের সময়) যদি নিজেও কান্না করে শ্রোতারাও কান্না করতে থাকতো এবং এক্ষেত্রে লোকদেখানো (রিয়া) থেকে সুরক্ষিত থেকে ইখলাছের চিরস্থায়ী মহান দৌলত নসীব হতো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নাত পড়তা রহো, নাত ছুনতা রহো,
আখেঁ পুর নম রহে, দিল মছলতা রহে,
উনকে ইয়াদো মে হার দম খোয়া রহো,
কাশ! সিনা মুহাব্বত মে জলতা রহে।

নাত শরীফ শুরু করার আগে অথবা নাত চলাকালিন যখন লোকেরা হাদিয়া নিয়ে আসা শুরু করে, সে সময় ঐ দিকে গভীর দৃষ্টি রাখবেন এবং এই ভাবে ঘোষণা করবেন:-

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর নাত পরিবেশনকারীদের জন্য মাদানী মারকায এর পক্ষ থেকে নির্দেশণা রয়েছে যে, যেন কোন প্রকারের হাদিয়া, খাম অথবা কোন ধরণের উপহার চাই তা প্রথমে, শেষে বা মধ্যখানে হোক, যেন গ্রহণ না করে। আমরা **আল্লাহ্ তাআলা**র দূর্বল ও অধম বান্দা, দয়া করে! হাদিয়া দিয়ে নাত পরিবেশনকারীদের পরীক্ষায় ফেলবেন না। (চতুর্দিক থেকে) টাকা আসতে দেখে নিজের অন্তরকে আয়ত্বে রাখা কঠিন হয়ে যায়। নাত পরিবেশনকারীদের একনিষ্ঠতা সহকারে শুধুমাত্র **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নাত শরীফ পড়তে দিন। এই জন্য টাকার ছড়া-ছড়িতে নয় বরং **আল্লাহ্ তাআলা**র নূর ও তাজাল্লীর বর্ষণের মধ্যে সিক্ত হয়ে, নাত শরীফ পড়তে দিন এবং আপনিও আদব সহকারে বসে নাত শরীফ শ্রবণ করুন।

মুজকো দুনিয়াকি দৌলত না যর চাহিয়ে,
শাহে কাওসার কি মিটি নযর চাহিয়ে।

(নাত পরিবেশনকারীগণ এ ঘোষণাটি নিজের ডায়েরিতে সংরক্ষণ করে নিন, তাহলে অনেক উপকৃত হবেন اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ।)

প্রিয় নাত পরিবেশনকারীগণ! নাতের আসরে অর্জিত টাকা জায়েযও হয়ে থাকে আবার নাজায়েযও হয়ে থাকে। আগত কথাগুলো গভীরভাবে পড়ে নিন, তিনবার পড়ার পরও যদি বুঝে না আসে তখন ওলামায়ে আহ্লে সুন্নাত এর দিকে মনোনিবেশ করবেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

পেশাদার নাত পরিবেশনকারী

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, আযীমুল বারাকাত, মুজাদ্দিদে দ্বিনো মিল্লাত, পারওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, হামীয়ে সুন্নাত, মাহীয়ে বিদআত, আলীমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বায়িসে খাইর ও বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা হাফেজ ক্বারী শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খিদমতে প্রশ্ন করা হয়েছিলো: যায়েদ ঈদে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাত শরীফ পরিবেশনের জন্য ৫ দিরহাম ফিস নির্ধারণ করে রেখেছে। পাঁচ দিরহাম ফিস ব্যতীত সে কোথাও যায় না।

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার উত্তরে বললেন: যায়েদ নিজের ভঙ্গি দ্বারা নাত পড়ার যে ফিস নির্ধারণ করে রেখেছে তা সম্পূর্ন নাজায়িয ও হারাম। তা গ্রহণ করা তার জন্য কখনো জায়েয নেই। তা খাওয়া মানে সুস্পষ্ট হারাম খাওয়া। তার উচিত যাদের কাছ থেকে ফিস নিয়েছে স্মরণ করে তা পুনরায় ফেরত দেওয়া। সে না থাকলে তার ওয়ারিশদেরকে তা ফিরিয়ে দিবে। সাক্ষাত না পেলে ঐ টাকা ফকিরদেরকে সদকা করে দিবে এবং ভবিষ্যতে এধরণের হারাম খাওয়া থেকে তাওবা করে গুনাহ্ থেকে পবিত্র হবে। **প্রথমত: হুযুর সায়্যিদে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকির শরীফ হচ্ছে, মঙ্গলময় কাজ এবং উত্তম ইবাদত।

www.dawateislami.net

আর ভাল কাজ এবং ইবাদতের কাজে ফিস গ্রহণ করা হারাম।[১].....

দ্বিতীয়তঃ প্রশ্নকারীর বর্ণনার মধ্যে এ কথা সুস্পষ্ট যে, সে তার নাত সূর-ছন্দে ও ভঙ্গিমাতে পরিবেশনের যে ফিস নিয়ে থাকে তাও হারাম। ফতোওয়ায়ে আলমগিরীতে বর্ণিত রয়েছেঃ নাত, মানকাবাত ইত্যাদি পরিবেশন করা এমন কাজ, যে কাজে কারো পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয নেই। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৭২৪-৭২৫ পৃষ্ঠা, রযা ফাউন্ডেশন মারকাজুল আওলিয়া, লাহোর) যে নাত পরিবেশনকারী ইসলামী ভাই টিভি অথবা নাতের মাহ্ফিলে নাত শরীফ পড়ে ফিস গ্রহণ করে তাদের জন্য এটা চিন্তার বিষয়! আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে বলছি না, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, ওলীয়ে কামিল, **রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার আশিকের ফতোয়া, যা নিঃসন্দেহে শরীয়াতের হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা আপনাদের নিকট পৌঁছানোর সাহস পেয়েছি। খ্যাতি ও সম্পদের লোভে পড়ে রাগে এসে বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে মুখে উল্টোপাল্টা বলে, ওলামায়ে আহ্লে সুন্নাতের বিরোধিতা করার দ্বারা হারাম কাজকে হালাল করে নেওয়া, বরং এটা পরকালে ধ্বংসের একটি বড় ধরণের হাতিয়ার।

---

[১] ইমাম, মুয়াজ্জিন, দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং ওয়াজকারী ইত্যাদি (এই হুকুমের বাইরে এর (এ হুকুম) থেকে আলাদা।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৯তম খন্ড, ৪৮৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

ফিস নির্ধারণ না করে তবে .....

হয়তো কারো অন্তরে এই ধারণা আসতে পারে যে, এ ফতোয়া তো তাদের জন্য, যারা প্রথমে ফিস নির্ধারণ করে নেয়, আমরাতো নির্ধারণ করিনা, যা পাই তা বরকত স্বরূপ গ্রহণ করি। এই জন্য এটা আমাদের জন্য জায়েয, তাদের জন্য আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আর একটি ফতোয়া পেশ করছি, বুঝে না আসলে তিনবার পড়ে নিন। ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও যিকির শরীফ, **হুযুরে পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদ শরীফের মাহ্ফিলে অবশ্যই তা ইবাদত ও উত্তম কাজ। এ সব ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা নিশ্চয় হারাম ও নাজায়েয এবং পারিশ্রমিক যতই স্পষ্ট ভাষাই হোক না কেন, সাধারণত তা সামাজিক প্রচলণ অনুসারে নির্ধারণ হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ- বলা যায় যে, নাত পরিবেশনকারীকে যিনি পড়াবেন তিনি মুখে কিছু বলেননি। কিন্তু জানেন যে, কিছু দিতে হবে এবং নাত পরিবেশনকারীও জানে যে, কিছু পাবে। তিনি এই কারণে পড়লেন এবং তিনিও এই নিয়্যতে পড়ালেন আর চুক্তি হয়ে গেলো। আর এটা তখন দুই পর্যায়ে হারাম হয়ে গেলো। **প্রথমতঃ** এটা ইবাদতের উপর পারিশ্রমিক নেওয়াটা হারাম। **দ্বিতীয়তঃ** বেতন যদি প্রচলন অনুযায়ী নির্ধারিত না থাকে তখন ঐ অনির্ধারিত হওয়ার কারণে পারিশ্রমিক ফাসেদ (অগ্রাহ্য) হবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৯তম খন্ড, ৪৮৬ ও ৪৮৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

প্রদানকারী এবং গ্রহণকারী উভয় গুনাহ্গার হবে। (প্রাগুক্ত, ৪৯৫ পৃষ্ঠা) এ মোবারক ফতোয়া থেকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, যদি পূর্বে দাস নির্ধারণ না হলেও তখনো যেখানে গেলে জানে যে, কুরআনে পাকের তিলাওয়াত, দরূদ শরীফ অথবা নাত শরীফ পাঠ করলে (নির্ধারণ না করা হলেও) কিছু না কিছু টাকা "সুট পিছ" ইত্যাদি কোন হাদিয়া তোহফা পাওয়া যাবে এবং মাহ্ফিলের আয়োজক ও জানেন কিছু অবশ্যই দিতে হবে। সুতরাং নাজায়েয হারাম হওয়ার জন্য এতটুকু যতেষ্ট, মূলত এটাই পারিশ্রমিক (প্রদানকারী ও গ্রহণকারী) উভয় পক্ষ গুনাহ্গার হবে।

মদীনার কাফেলা ও নাত পরিবেশনকারী

সফরের ও পানাহারের খরচাদি প্রদান করে নাত শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে নাত পরিবেশনকারীকে সাথে নিয়ে যাওয়া জায়েয নেই। কেননা এটাও পারিশ্রমিকের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। মজা তো এর মধ্যে যে, নাত পরিবেশনকারী নিজের খরচ নিজেই বহন করবে। অন্য পন্থায় কাফেলার লোকেরা নিদিষ্ট সময়ের জন্য নিজেদের কাছে প্রত্যাশীত নাত পরিবেশনকারীকে বেতনভুক্ত কর্মচারী করে রাখবে উদাহরণ স্বরূপ জিলকদ্ব, জিলহজ্ব, মুহাররামুল হারাম এ তিন মাসের জন্য কোন এক নাত পরিবেশনকারীকে এভাবে চুক্তি করবে যে, সে সম্পূর্ণ সময় এবং তার প্রতিটি সেকেন্ড চুক্তিকারী আপনার।

www.dawateislami.net

চুক্তিকালিন সময়ে তার কাছ থেকে যে কোন জায়েয কাজ আদায় করতে পারবে বা যতদিন চায় ছুটি দিতে পারবে, হজ্বে ও সাথে নিয়ে গেলো এবং খরচাদী আপনিই বহন করবেন এবং খুবই নাতও পড়ালেন (তাতে কোন অসুবিধা নেই) স্বরণ রাখবেন! একই সময়ে দুইস্থানে চাকরি করা অর্থাৎ চুক্তির উপর চুক্তি করা নাজায়েয। অবশ্য যদি সে প্রথম থেকেই চাকরিতে নিযুক্ত রয়েছে তখন মালিকের অনুমতি ক্রমে অন্যস্থানে কাজ করতে পারবে।

নাত চলাকালিন টাকা উড়ানো

শ্রোতাদের পক্ষ থেকে নাত শরীফ পড়ার মধ্যখানে টাকা-পয়সা দেয়া এবং নাত পরিবেশনকারীগণও তা গ্রহণ করা যথার্থ। যদি উভয়ের মাঝে চুক্তি করে নেয়া হয়, টাকা পয়সা ইত্যাদি খামের মধ্যে দেওয়া ব্যতীত নাত পরিবেশনের মধ্যখানে প্রদান করা হবে বা নির্ধারণ তো করেনি, কিন্তু এটা বুঝা যাচ্ছে যে, নাতের মাহ্ফিলে দাওয়াতকারী টাকা বিলি করবে, তবে সেটা পারিশ্রমিক হিসেবে গন্য হবে, তবে তা নাজায়েয। মাহ্ফিলের আয়োজক জানেন যে, যদি এ রকম টাকা চিটানো না হয় তাহলে ভবিষ্যতে নাত পরিবেশনকারী আসবে না। আর নাত পরিবেশনকারীরাও এ লোভে এসে থাকে যে, এখানে অনেক টাকা বিলি করা হয়, তখন অনেক ক্ষেত্রে এই লেন-দেন ও পারিশ্রমিক হয়ে যাবে, তাতে সাওয়াবের পরিবর্তে গুণাহ এবং হারামের শাস্তি মাথার উপর এসে পড়বে।

www.dawateislami.net

এজন্য নাত পরিবেশনকারী গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, (নাত পরিবেশন কারা) কি **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য, না শুধু টাকা উপার্জন উদ্দেশ্য? আফসোস! শত কোটি আফসোস! যদি (নাত পরিবেশনের মধ্যে) একনিষ্টতার বাহার এসে যেতো এবং নাতের মতো মহান সৌভাগ্যের বিষয়টির মধ্যে সামান্য তুচ্ছ টাকার প্রতি ধ্বংসাত্মক লোভের আপদ দূর হয়ে যেতো।

উনকে ছিওয়া কেছি কি দিল মে না আরজু হো,
দুনিয়া কি হার তলব ছে বেগানা বন কে যাও।

টাকা বিলিকারীদের জন্য চিন্তার আহ্বান!

সবার সামনে দাঁড়িয়ে টাকা বিলিকারী নিজের অন্তরে অবশ্যই একটু চিন্তা করে নিন যে, যদি তাকে বলা হয়: সবার সামনে বারবার উঠে টাকা দেয়ার পরিবর্তে নাত পরিবেশনকারীকে গোপনে একেত্রে টাকা দিয়ে দিন। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "গোপন আমল, প্রকাশ্য আমল থেকে ৭০ গুন উত্তম।" **(ফিরদৌসুল আখবার, ৩য় খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা হাদীস- ৪২৪৮ দারুল কিতাবিল আরবী)** তিনি গোপনে দেওয়ার জন্য রাজি আছেন কিনা? যদি রাজি না হয়, তবে কেন? এ কারণে যে, বাহ্ বাহ্ পাবে না? আর যদি বাহ্ বাহ্ পাওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে তা লোক দেখানো (রিয়া) হবে, আর রিয়াকারীর ধ্বংসের পরিনাম হলো এটাই যে,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

তাজেদার রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "'জুব্বুল হাযন' থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো!" প্রশ্ন করা হলো; সেটা কি? ইরশাদ করলেন: "জাহান্নামের একটি উপত্যকা, জাহান্নামও তার কাছ থেকে প্রতিদিন চারশতবার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাতে একজন ক্বারী প্রবেশ করবে, যে তার কাজের উপর রিয়া করতো। (ইবনে মাজাহ্, ১ম খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৬ দারুল মারিফা, বৈরুত) মোটকথা; যদি দেওয়ার ক্ষেত্রে লোকদেখানোর মনোভাব সৃষ্টি হয়, তখন টাকা নষ্ট করবে না, পরকালেরও ক্ষতি করবেন না। অবশ্যই যদি টাকা ফেলার মাধ্যমে মাহ্ফিল গরম হয়ে যায় অর্থাৎ- নাত পরিবেশনকারীদেরও উদ্যমতা এসে যায়, উদাহরণ স্বরূপ- টাকা আসার কারণে বারবার নাতের পূনরাবৃত্তি করা, তার সাথে সাথে নাত বাড়িয়ে পড়া, আওয়াজও প্রথমবার থেকে আরো উচ্চ আওয়াজে বের হয়, তখন ১২বার এটা চিন্তা করে নিন যে, কখনো আবার ইখলাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছেনা তো। টাকা পাওয়ার আশায় আগত পাঠকারীকে টাকা দেওয়াটা সাওয়াব অর্জনের পরিবর্তে তার লোভের প্রশান্তির কারণ হতে পারে। তাই টাকা বন্টনকারীদেরও সর্তকতা অবলম্বন করা উচিত আর নাত পরিবেশনকারীদের ইখলাছকে নষ্ট করার চেষ্টা না করা উচিত। হ্যাঁ! এটা স্মরণ রাখবেন! দর্শক ও শ্রোতাদের কোন নির্দিষ্ট নাত পরিবেশনকারীর প্রতি কুধারণা পোষণ করার অনুমতি নেই।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

নাত পরিবেশন ও দুনিয়াবী লোভ

যেখানে টাকার নোট ছড়ানো হয়, সেখানে নাত পরিবেশনকারীরা খুব গুরুত্ব সহকারে যাওয়া। শেষ পযন্ত অবস্থান করা, কিন্তু গরীবদের কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে গড়িমসি করা। বিভিন্ন অযুহাত তৈরী করা অথবা গেলেও কিছু হাদিয়া তোহফা চাহিদামত না হওয়ার কারণে তাড়াতাড়ি ফিরে আসা মারাত্মক হতভাগ্যতা এবং স্পষ্টত কোন ইখলাছই থাকলো না। যদি টাকা, খাবার বা উত্তম শিরনী পাওয়ার কারণে বিত্তশালীদের কাছে যায়, তখন সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর এই খাবার ও শিরনী সেটার প্রতিদান হয়ে যাবে। এমনিভাবে গরীবদের নিকট যাওয়ার ক্ষেত্রে গড়িমসি করা, বিত্তশালীদের পিছনে পিছনে যাওয়া ইত্যাদি দ্বীনের ধ্বংসের কারণ। বর্ণিত রয়েছেঃ "যে (ব্যক্তি) কোন ধনী লোকের সামনে তার সম্পদের কারণে বিনয় প্রকাশ করে, তবে তার ধর্মের দুই তৃতীয়ংশ নষ্ট হয়ে যায়।" (কাশফুল খিফা, ২য় খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত) অংশগ্রহণ না করার অজুহাতে মিথ্যা বাহানা করা যেমন দূর্বল হয়ে গেছি বা অসুস্থতা ইত্যাদি না হওয়া সত্ত্বেও আমি অসুস্থ, শরীর ভাল নেই, গলা নষ্ট হয়ে গেছে ইত্যাদি মুখে অথবা ইশারা ইঙ্গিতে বলা নিষেধ ও নাজায়েয এবং হারাম।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

অবৈধ হাদিয়া ধর্মীয় কাজে ব্যয় করা কেমন?

যদি কোন নাত পরিবেশনকারী প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে অর্জিত টাকা পয়সা বা টাকার প্যাকেট নিয়ে কোন মাদ্রাসা, মসজিদ, অথবা কোন ধর্মীয় কাজে ব্যয় করে তার পরও পারিশ্রমিক নেওয়ার অপরাধ ক্ষমা হবে না। টাকার প্যাকেট অথবা কোন হাদিয়া তোহফা গ্রহণ না করা ওয়াজীব। যদি জীবনে কোন সময় এমন টাকা- পয়সা গ্রহণ করে নিজে ব্যবহার করেছে অথবা কোন ভাল কাজ যেমন- মাদ্রাসা ইত্যাদিতে দিয়ে দিলো। তার উচিত, তাওবা করা এবং যাদের কাছ থেকে যা নিয়েছে তা ফেরত দেওয়া। সে (দাতা) জীবিত না থাকলে তার ওয়ারিশদেরকে দিয়ে দেওয়া, তারাও যদি না থাকে অথবা তার কথা স্বরণ না থাকে তখন ফকীরদেরকে সদকা করে দিবে। হ্যাঁ! যদি চান তবে প্রদানকারীকে এ পরামর্শ দিবেন যে, আপনি যদি চান তবে নিজেই এ টাকা অমুক কোন ভাল কাজে খরচ করুন।

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চাদর প্রদান করেছেন

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের নাত শরীফ শ্রবণ করে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শরফুদ্দীন বুসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে স্বপ্নে ইয়ামেনী চাদর উপহার দিয়েছিলেন এবং জাগ্রত হয়েও সে চাদর মোবারক তাঁর পাশেই বিদ্যমান ছিলো।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

এই কারণেই এই নাত শরীফের নাম কছিদায়ে বুরদা শরীফ নামে প্রসিদ্ধ হয়, যদি এ ঘটনাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে কেউ এ কথা বলে যে, নাত পরিবেশনকারীদের হাদিয়া দেওয়া সুন্নাত এবং গ্রহণ করাটা বরকতমণ্ডিত। তখন তার উত্তর হচ্ছে: নিঃসন্দেহে **প্রিয় আক্বা, উভয় জগতের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাদর দান করা চোখও মাথার উপর। নিশ্চয় **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাণীও মোবারক কার্যাবলী হচ্ছে শরীয়াতের মূল। কিন্তু স্মরণ রাখবেন! **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইয়ামেনী চাদর প্রদান করার চুক্তি করেন নাই এবং এটাও নয়, (**আল্লাহ্**র পানাহ!) হযরত ইমাম শরফুদ্দীন বুসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ শর্ত রাখেননি যে, চাদর দিলে নাত পড়বো। বরং তার কোন ধ্যান-ধারণায়ও ছিলো না যে, তিনি ইয়ামেনী চাদর লাভ করবেন। আজও এটার তো অনুমতি রয়েছে যে, নাত পরিবেশনকারী যদি কোন ফিস নির্ধারণ না করেন এবং প্রকাশ্য ভাবে নাত পরিবেশনকারীর কিছু পাওয়ার ধারণাও না থাকে। এক্ষেত্রে যদি কেউ কোটি টাকাও দিয়ে দেয়, তবে তা দেওয়া নেওয়া জায়েয। যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে **রহমতে আলম রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছু প্রদান করেন, **আল্লাহ্**র শপথ! এটা তার মহান সৌভাগ্য। সাথে সাথে **মদীনার তাজেদার, শাহানশাহে আবরার, নবীয়ে মুখতার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে চাওয়াতে তো কোন অসুবিধা নেই।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

আর আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে চাওয়ার ক্ষেত্রে নাত পরিবেশনকারী এবং নাত পরিবেশনকারী নয় সবার ক্ষেত্রে কোন বিধি নিষেধ নেই। আমরা তো তারই বন্টিত নিয়ামত দ্বারা লালিত-পালিত হচ্ছি। **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَّ اللهُ يُعْطِيْ অর্থাৎ- **আল্লাহ্ তাআলা** দান করেন, আর আমি বন্টন করে থাকি।"

(বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড ৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

রব হে মুতি ইয়ে হে ক্বাসিম, রিযক উছকা হে খিলাতে ইয়ে হে,
ঠান্ডা ঠান্ডা মিঠা মিঠা, পিতে হাম হে পিলাতে ইয়ে হে।

নাত পরিবেশনকারী ও খাবার

ক্বারী এবং নাত পরিবেশনকারীকে খাবার প্রদান করার ব্যাপারে আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: পড়ার বিনিময় স্বরূপ যদি খাবার খাওয়ানো হয়, তাহলে এ খাবার না খাওয়ানো উচিত। আর যদি খেয়ে নেয়, তাহলে এ খাবার তার সাওয়াবের বিনিময় হয়ে গেলো। আর অতিরিক্ত সে কি সাওয়াব চাইবে। বরং মূর্খদের মাঝে এ প্রচলনটা রয়েছে যে, পাঠকদেরকে অন্যান্যদের তুলনায় দ্বিগুণ দিয়ে থাকে এবং কিছু বোকা পাঠকারী যদি তাদেরকে দ্বিগুণ দেওয়া না হয়, তবে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়। আর এরকম বেশি দেওয়া-নেওয়াও নিষেধ। আর এটাই তার সাওয়াবের বিনিময় হয়ে যাবে। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

لَا تَشْتَرُوْا بِاٰیٰتِیْ ثَمَنًا قَلِیْلًا

(পারা- ১, সূরা- আল বাকারা, আয়াত- ৪১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমার আয়াতগুলোর বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করো না।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ৬৬৩ পৃষ্ঠা)

সবার জন্য খাবার

উল্লেখিত পৃষ্ঠায় অন্য আরেকটি ফতোয়াতে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যখন কারো ঘরে বিবাহের অনুষ্ঠানে সকলের সাধারণ দাওয়াত থাকে যেমন- সবাইকে খাওয়ানো হয়, নাত পরিবেশনকারীদেরকে, তিলাওয়াতকারীদেরকেও খাওয়ানো হয়, তাদের জন্য আলাদাভাবে অতিরিক্ত কিছু করবে না অর্থ্যাৎ অন্যদের তুলনায় বেশি দিবে না এবং বিশেষ খাবারও করবে না। তখন এ খাবার নাত অথবা কুরআন পাঠের বিনিময় হবে না। খাওয়াও জায়েয আর খাওয়ানো ও জায়েয। **(প্রাগুক্ত)**

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফতোওয়ার সারাংশ

ক্বারী ও নাত পরিবেশনকারীকে দাওয়াত খাওয়ানো সর্ম্পকে আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফতোওয়া থেকে যে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়েছে, তা হলো: (১) খাবার আয়োজনকারীর জন্য জায়েয নেই যে, এ সমস্ত নেক কাজের বিনিময় স্বরূপ উল্লেখিত ব্যক্তিদেরকে খাবার খাওয়ানো (২) নাত পরিবেশনকারী এবং

www.dawateislami.net

তিলাওয়াতকারীর জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খাবার খাওয়া জায়েয নেই। (৩) পারিশ্রমিকের পদ্ধতি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে তাই নফসের লোভে পড়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খাবারকে তাবারুক মনে করে খাওয়া, এ খাবারকে হালাল করে দিবে না। তাই উল্লেখিত ব্যক্তিদের কেউ নাত অথবা তিলাওয়াত পাঠ করার পর প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে চুক্তি ভিত্তিক বিশেষ দাওয়াত গ্রহণ করে যদি খায়, তাহলে সাওয়াব অর্জন থেকে বঞ্চিত হবে। বরং এ খাবার যদি চা-বিস্কুট ইত্যাদি যাই হোক না কেন এটা তার প্রতিদান হয়ে যাবে। (৪) যদি সর্ব সাধারনের দাওয়াত হয়, সবার জন্য একই আয়োজন হয় (নাত পরিবেশনকারী উপস্থিত না হলেও এই দাওয়াতের আয়োজন হবে) তবে এক্ষেত্রে উল্লেখিত ব্যক্তিদের খাওয়ানো এবং তারা খাবার গ্রহণ করাতে কোন অসুবিধা নেই। (৫) যদি দাওয়াত সর্ব সাধারণের জন্য হয় কিন্তু তিলাওয়াতকারী ও নাত পরিবেশনকারীদের জন্য বিশেষ খাবার আয়োজন করে থাকে। যেমন- লোকদের জন্য শুধুমাত্র বিরিয়ানি আর তাদের জন্য সালাদ, বিশেষ খাবার এবং চা ইত্যাদির আয়োজন করা হলো অথবা অন্য লোকদেরকে একভাগ, আর তাদেরকে তার চেয়ে বেশি তখন এ বিশেষ খাবার এবং অতিরিক্ত প্রদান করার ফলে তা বিনিময় হিসেবে সাব্যস্ত হবে, আর উভয়ের জন্য তা নাজায়েয, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ। কিন্তু এটা স্বরণ রাখবেন! এখানেও ঐ শর্ত প্রযোজ্য হবে যে, যদি প্রথম থেকেই প্রকাশ্য অথবা অপ্রকাশ্য ভাবে নির্ধারণ করে নেয়,

www.dawateislami.net

তখন হারাম। অন্যথায় যদি নির্ধারণ না হয় এবং গুরুত্ব প্রদান ব্যতীত হলো, তখন জায়েয।

প্রত্যেক অবস্থায় কি দাওয়াত কবুল করা সুন্নাত?

যদি নাত পরিবেশনকারী এবং তিলাওয়াতকারীগণ এ কথা বলে যে, আমরাতো এই বিশেষ দাওয়াতের জন্য বলিনি, আর পরিশ্রমিক হিসেবেও খাবার খায় না। বরং দাওয়াত গ্রহণ করা সুন্নাতে মোবারাকা তাই তাবারুক হিসেবে খাবার খেয়ে নিই। এমন উক্তিকারীদের গভীর চিন্তা করা উচিত যে, যদি কোন ইজতিমায়ে যিকর ও নাতের অনুষ্ঠানে ফাতিহার নামে[১] "বিশেষ দাওয়াতের" আয়োজন না হতো, তাহলে আপনার অন্তরের অবস্থা কি পরিবর্তন হতো না? এটা কি তাদের অন্তরে অনুভব হতো না যে, (**আল্লাহ্**র পানাহ!) এ কেমন কৃপণ লোক যে, একটু পানিও পান করাইনি? আগামীতে কি এই জায়গায় নাত পড়তে আসতে অনিচ্ছা হবে না? যদি উল্লেখিত ব্যক্তিরা নিজের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন না করেন এবং অন্তরে আসা শয়তানের কুমন্ত্রণাকে নিঃশেষ করে দাওয়াত আয়োজন করে না, এমন ব্যক্তির কারো সামনে অভিযোগ না করেন, আগামীতে এই জায়গায় আসতে গড়িমসি না করেন।

---

[১] **আল্লাহ্**ওয়ালাদের ইছালে সাওয়াবের জন্য খাবারের আয়োজন করা হলো অনেক বড় নেক কাজ। কিন্তু পারিশ্রমিকের হুকুমে আগত বিশেষ দাওয়াতকে "নিয়ায" এর নাম দেয়া যায় না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

এমনকি অন্যান্য গরীব ইসলামী ভাইয়ের দাওয়াত কবুল করতেও গড়িমসি না করে, তবে তাদের জন্য প্রশংসা ও মারহাবা। এই ধরণের নাত পরিবেশনকারীরা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু অন্তরের অবস্থা এরূপ নাকি এরূপ না? এগুলো ক্বারী ও নাত পরিবেশনকারী সাহেবগণ খুব ভালভাবেই জানেন। নিজের অন্তরের গভীর অবস্থার বিষয়টি নিজেই সংশোধন করে নিন। **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ায় আমার কথা অন্তরে যেন গেঁথে যায়।

কুমন্ত্রণায় পড়বেন না

সম্মানিত নাত পরিবেশনকারীরা! সম্ভবত শয়তান আপনাকে বিভিন্ন ধরণের কুমন্ত্রণা দিবে, প্রতারণা করবে আর এটা বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করবে যে, তুমি তো মুখলিছ, তোমার কোন দোষ নেই, লোকেরা তোমাকে অপারগ করে আর এটা বেচারা ভালবাসার কারণে খুশিতে এমনটি করে। কারো অন্তরে কষ্ট দেয়া উচিত নয়, তুমি সবকিছু কবুল করে নাও, এগুলো তোমার জন্য তাবারুক স্বরূপ, এমনকি যদি কোন নাত পরিবেশনকারী অন্ধ অথবা পঙ্গু হয়, তবে তাকে কুমন্ত্রণার মাধ্যমে কাবু করা শয়তানের জন্য অনেক সহজ হয়। দেখুন অন্ধ হোক বা দৃষ্টি সম্পন্ন, শরীয়াতের হুকুম সবার জন্য একই যা আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফতোয়ার আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের সকলের জন্য হারাম খাওয়া ও খাওয়ানো থেকে বেঁচে থাকার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ان شاء الله عزوجل স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

নফসের কুমন্ত্রনায় পড়ে শরীয়াতের হুকুমের বিপরীতে শরয়ী মতবাদ উপেক্ষা করে সাধারণ লোকদেরকে ধোঁকা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু হারাম হারামই থাকবে। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সবাইকে হারাম খাওয়া ও পান করা থেকে রক্ষা করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হারাম লোকমার ধ্বংসলীলা

বর্ণিত রয়েছেঃ মানুষের পেটে যখন হারামের লোকমা (গ্রাস) পড়ে, তখন জমিন ও আসমানের সকল ফেরেশতা তার উপর অভিশাপ দিতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার পেটে ঐ হারাম লোকমা থাকবে, আর যদি ঐ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১০ পৃষ্ঠা)**

নাত পরিবেশন করা সম্মানজনক কাজ

প্রিয় বুলবুলে মদীনা! যে ব্যক্তি নাত পরিবেশনের মতো সম্মানজনক কাজের মর্যাদা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে, তাকে দুনিয়ার সম্পদ ও যশখ্যাতির লোভ ইত্যাদির আপদ ধনী, রাজা, মন্ত্রি এবং অফিসার ইত্যাদির ঘরে আয়োজিত মাহ্ফিলে **আল্লাহ্**র পানাহ! যদি দেখানোর জন্যও হয়, তবুও খুশী মনে চলে যায়। কিন্তু গরীব ইসলামী ভাই, যে না ইকো সাউন্ডের ব্যবস্থা করতে পারে, না মেহমানদারী করতে পারে। আর না তার দারিদ্রতার কারণে বেচারা লোক সমাগম করতে পারে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

কিন্তু সেখানে যেতে তার মন অনীহা ও বিরক্ত হয় এবং গলাও বসে যায়। যার অন্তরে প্রকৃত পক্ষে **আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেম ও ভালবাসা রয়েছে এবং নাতের প্রতি বাস্তবিক সম্মান রয়েছে, এমন আশিকানে রাসূলকে গরীবদের ঘরে সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন্ জিনিসটি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে? ধনী হোক বা গরীব শরীয়াতের বিধি-বিধান অনুযায়ী ইখলাছের সাথে যে ব্যক্তি ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের আয়োজন করবে তাতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক মুসলমানের اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উভয় জগতের তরী পার হয়ে যাবে।

মুস্তফা কি নাত খানিছে হামে তো পিয়ার হে,
اِنْ شَآءَ الله দো জাহা মে আপনা বেড়া পার হে।

নাত পরিবেশন করা ঈমান হিফাযতের মাধ্যম

নাত পরিবেশন করা **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুণকীর্তন এবং ভালবাসার নিদর্শন এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুণকীর্তন ও ভালবাসা উঁচু স্তরের ইবাদত এবং ঈমান হিফাযতের সর্বোত্তম মাধ্যম। তাই যখনি ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে উপস্থিত হবেন, তখন আদব সহকারে থাকা উচিত এবং **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য হওয়া চাই। যেখানে মাহফিলের শেষে খাবার ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়ে থাকে,

www.dawateislami.net

সেখানে দেরিতে উপস্থিত হওয়া দোষনীয় এবং নিজের জন্য গীবত, অপবাদ, কুধারণার দরজা উন্মুক্ত করার কারণ। এমন লোকের ব্যাপারে অনেক সময় এই ধরণের গুনাহে ভরা কথাবার্তা বলা হয়ে থাকে যে, খাবারের লোভী, খাবারের সময় পৌঁছে থাকে ইত্যাদি। হ্যাঁ! যে অপারগ, সে অক্ষম।

নাত পরিবেশনকারীর কাহিনী

এখন একজন মুখলিছ নাত পরিবেশনকারীর ফযীলত এবং সামান্য অসতর্কতার করণে দূর্ভাগ্যের এক উপদেশ মূলক কাহিনী শুনুন: যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন তারিন "যিনি নাত পরিবেশনকারী" ছিলেন। তার ব্যাপারে এটি প্রসিদ্ধ ছিলো যে, তিনি জাগ্রত অবস্থায়ও **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সরাসরি দীদার লাভ করতেন। যখন তিনি সকালে রওজা মোবারকে হাজির হতেন, তখন **নবী করীম, রাউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রওজা শরীফ থেকে তাঁর সাথে কথা বলতেন। এ নাত পরিবেশনকারী এরূপ মর্যাদার আসীন ছিলেন। এক পর্যায়ে এক ব্যক্তি তার নিকট আবেদন করলে যে, ঐ শহরের বিচারকের নিকট তার জন্য একটু সুপারিশ করার জন্য তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বিচারকের নিকট গেলেন এবং সুপারিশ করলেন। ঐ বিচারক তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে নিজের সিংহাসনে বসালেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

তখন থেকেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছ থেকে **মাদানী আক্বা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেলো, এ দিকে তিনি সবসময় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারের আকাঙ্খা পেশ করতে থাকেন কিন্তু দীদার লাভ হয় না। একদা তিনি বিচ্ছেদের একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন তখন অনেক দূর থেকে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ হলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "অত্যাচারিদের সিংহাসনে বসে আমার দীদারের আশা করা অনর্থক।" হযরত সায়্যিদুনা আলী হাওয়াছ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: এরপর ঐ বুর্যুগ (নাত পড়ুয়ার) ব্যাপারে আমি আর কোন সংবাদ পাইনি, তাঁর সাথে **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ হয়েছে কিনা, অবশেষে পর্যন্ত তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায়। (মিজানুশ শরিয়াতিল কুবরা, ৪৮ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদেরও বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

যে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সামনে-পিছনে চলে, কখনো কোন মন্ত্রি বা মহাপরিচালক ইত্যাদির ঘরে সুযোগ পেলে আগ্রহভরে হাজির হয়। মহা পরিচালক তাকে মালা পরিয়ে দেয় বা হাত মিলায়, তখন তার ছবি ধারণ করে ঝুলিয়ে রাখে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

অন্যকে দেখায় এবং তা নিজের জন্য অনেক বড় সৌভাগ্য মনে করে, এ সকল লোকের জন্য পূর্বের কাহিনীতে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে; اَلْعَاقِلُ تَكْفِيْهِ الْاِشَارَةُ অর্থাৎ- বিবেকবানদের জন্য ইশারায় যথেষ্ট।

প্রিয় নাত পরিবেশনকারী ভাইয়েরা! যদি আপনি রূহানিয়্যত (আধ্যাত্মিক প্রশান্তি) চান, তাহলে শ্রোতার কম-বেশির দিকে দৃষ্টি দিবেন না, চাই হাজারো লোকের ইজতিমা হোক বা একজন। ঐ ভালবাসার ধ্যানে **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ধ্যান অন্তরে এনে আদব, ভক্তি নিয়ে নাত শরীফ পরিবেশন করুন, বরং একাকী ও নাত পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হযরত মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ নাত শুধু মাত্র প্রথাগত ভাবে না পড়ে তার বাস্তবতার দিকে মনোনিবেশ করুন।

দিল মে হো ইয়াদ তেরী গোসায়ে তনহায়ী হো,
ফির তু খালওয়াত মে আজব আনজুমান আরায়ি হো।

اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ তারপর তো সৌভাগ্য নিজেই দীদারের প্রত্যাশীর নিকট চলে আসবে। যদি কোন কথায় ভুল থাকে আমাকে সংশোধন করে দিন, ক্ষমার দোয়ার ভিখারী।

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২৯ সফরুল মুজাফ্ফর ১৪৩১ হিজরী
১৪-০২-২০১০ইং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

নাত পরিবেশনকারীদের ব্যাপারে গীবতের শব্দাবলীর ২৫টি উদাহরণ

❁ এটা উত্তরধিকার সূত্রে পাওয়া জিনিস ❁ তার নাত পড়ার কোন ধরণ জানে না ❁ তার আওযাজটা ব্যাস এই রকমই ❁ তার আওয়াজে সূর নেই ❁ ফাটা ঢোলের মতো আওয়াজ ❁ অন্য নাত পরিবেশনকারীদের নকল করে ❁ আরেকজনের নাত নকল করে সে নিজে শায়ের হয়েছে ❁ টাকার জন্য নাত পড়ে ❁ সে তো পেশাদার নাত পরিবেশনকারী ❁ শুধুমাত্র ধনী লোকদের আয়োজনকৃত মাহফিলে যায় ❁ তার মাঝে ইখলাছ (একনিষ্টতা) নেই ❁ বেশি লোক হোক বা ইকো সাউন্ড হোক যখনি আসে যখনি পড়ে মাইক ছাড়ে না ❁ অন্যকে পড়তে সুযোগ দেয় না ❁ ইচ্ছাকৃত ভাবে কান্নার মতো আওয়াজ বের করে ❁ আহা! অনেক দামি পোশাক পরেছে, অবশ্যই কোন নাত মাহফিল আয়োজনকারী কিনে দিয়েছে ❁ তার নাত পড়াটা দেখো, মনে হচ্ছে গান করছে ❁ তার চোখ ঘুমে বিভোর, এর পরেও টাকার লোভে নাত পড়তে চলে এসেছে ❁ নাতের যে লাইনে টাকা আসা শুরু হয়, সে লাইন বারবার পড়ে থাকে ❁ ব্যাস! কোন জায়গায় মাহফিলের খবর পেলে সে সেখানে টাকার লোভে দাওয়াত ছাড়াও চলে যায় ❁ সারা রাত পর্যন্ত নাত পড়ে, এদিকে ফজরের নামায মসজিতে জামাআত সহকারে আদায় করে না,

www.dawateislami.net

❁ এখন তার সময় কোথায়, এখনতো তার মৌসুম চলতেছে বড় অংকের টাকা দেখালে চলে আসবে ❁ গতবার হয়ত টাকা কম হয়েছে তাই এবার আসেনি ❁ নিজের নাতের ক্যাসেট বের করার জন্য কোম্পানীর মালিকের খুবই তোষামোদি করে।

নাত পড়ার জলসায় অথবা ইজতিমাতে সংগঠিত গীবতের ১৯টি উদাহরণ

❁ এই মুবাল্লিগ (মাওলানা অথবা নাত পরিবেশনকারী) কোথায় দাঁড়িয়ে গেলো, এ তো আর মাইক ছাড়বে না ❁ তার কণ্ঠ সুন্দর, এই জন্য কিরাত শুনে মানুষেরা তাকে দাওয়াত দেয়, আবার কিরাত পাঠে তার তাজবীদের যথেষ্ট ভূল রয়েছে। ❁ তার উচ্চারনে ভূল হয়ে থাকে। ❁ সে তাকরীরও করতে পারেনা, নাতও পড়তে পারেনা ❁ চলো চলো এখন সে (তাকরীর) লম্বা করবে ❁ টাকার ছড়াছড়ি হলে তার আওয়াজ খুলে যায় ❁ আমাদের শহরে আসলে তার নাকি রিটার্ন টিকেট লাগবে ❁ এ নাত পরিবেশনকারী খুব মেজাজী ❁ সে ব্যাস! শুধুমাত্র এক সূরে পড়ে থাকে ❁ সে অন্য নাত পরিবেশনকারীদের সূর নকল করে ❁ সে বয়ানের প্রস্তুতি নেয়নি এদিক সেদিকের কথা বলে সময় নষ্ট করছে ❁ কোন কুরআনের আয়াত তো পড়ে না, শুধুমাত্র কাহিনী শুনায় ❁ এই বক্তার কণ্ঠ ভাল, কিন্তু তার বক্তব্যে কোন শিক্ষণীয় কথা নেই,

www.dawateislami.net

❁ তার বক্তব্য খুব উদ্যমী কিন্তু দলীল তেমন মজবুত নয় ❁ আমাদের খতিব সাহেব তার বয়ানে একটি সুন্নাতও বললেন না, শুধু বদমাযহাবদের পিছনে লেগে থাকেন ❁ আজ খতিব সাহেবের বয়ানে মজা পায়নি ❁ ঐ মাওলানা সাহেব মাহফিলে দেরীতে আসতে অভ্যস্থ ❁ অমুক ব্যক্তির বক্তবে শুধুমাত্র উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে, কিন্তু নিজের কাছে কিছুই নেই।

নাত পরিবেশনকারীদের মাঝে সংগঠিত গীবতের ৪০টি উদাহরণ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫০৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "গীবত কি তাবাহকারিয়া" এর ৪১০ ও ৪১১ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ নাত পরিবেশন করা অনেক উত্তম ইবাদত। সূরেলা কণ্ঠ **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে একটি দয়া। কিন্তু এতে অনেক বড় পরীক্ষা রয়েছে, যে তাতে ইখলাস অবলম্বন করেছে সে সফলকাম হয়েছে, অনেক নাত পরিবেশনকারী مَاشَآءَالله عَزَّوَجَلَّ বড় আশিকে রাসূল হয়ে থাকেন, যে দুনিয়ার কোন লোভ লালসা ছাড়া (চোখ বন্ধ করে ইশ্কে রাসূলে বিভোর হয়ে নাত শরীফ পাঠ করে এবং শ্রোতাদের অন্তরে প্রেমের জোয়ার সৃষ্টি করে, কিছু নাত পরিবেশনকারী চঞ্চল, অস্থির ও গাম্ভীর্যহীন হয়ে থাকে। এভাবে নাত পড়ার সময় যে দূর্ভাগার অন্তরে **আল্লাহ্**র ভয় শূন্য থাকে,

www.dawateislami.net

সে পিছনে অন্য জনের সমালোচনা করে, অন্য জনের গীবত করে, সূর নকল করে, হাসি তামাসা করে এবং খুব বেশি অট্টহাসি হাসে **আল্লাহ্ তাআলার** প্রকৃত নাত পরিবেশনকারী হযরত সায়্যিদুনা হাস্‌সান বিন সাবিত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সদকায় তাদেরকেও ইশ্‌কে রাসূলে নিজে কান্না করার ও অন্যকে কান্না করানোর মতো মুখলিছ নাত পরিবেশনকারী বানিয়ে দিক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এমন নাত পরিবেশনকারীদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাদের মাঝে সংগঠিত গীবতের ৪০টি উদাহরণ পেশ করা হলো: ❁ জানি না এই মৌলভী মাইকে কখন চলে আসলো। এত লম্বা তাকরীর করেন যে, লোক এক এক করে উঠে চলে যায়। তার পরও মাইক ছাড়েন না। ❁ মাহফিলের আয়োজক লাইটের ব্যবস্থা ভালভাবে করেন নাই ❁ মঞ্চের (ইস্টেইজ) আলো কম হয়েছে ❁ তিনি নাত পরিবেশনকারীদেরকে গরমে কষ্ট দিয়েছেন। একটি পাখার ও ব্যবস্থা করেন নাই ❁ আরে বন্ধু! সাউন্ডের মালিক সম্পূর্ণ একটি অচল সাউন্ড এনেছে ❁ কাডলেছ **(cordless)** মাইকের ব্যবস্থাও ঠিক নেই ❁ ঐ নাত খাঁ পুরো সময়টা নিয়ে নিয়েছে আমাকে সময় দেয়নি, শেষে একটু সুযোগ দিয়েছে ❁ আমাকে সময় কম দিয়েছে ❁ এই নাত পরিবেশনকারীর মাইকে না আসা উচিত। কেননা, সে ক্রন্দনকৃত নাত পড়ে মাহফিলের চিত্র পাল্টে দিয়েছে। মানুষেরা তো আন্দোলিত সূরে আকৃষ্ট হয়ে টাকা পাঠায়,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

❁ এই নাত খাঁ নতুন কালাম শুনিয়ে খুব চালাকির সাথে মানুষের পকেট খালি করে দিয়েছে আমাদের জন্য কিছু রইলো না ❁ আরে তাকে মাইক কে দিয়েছে একতো তার কণ্ঠ নেই, তারপর আবার কালাম লম্বা করে যার ফলে মানুষেরা উঠে যাই আমরা কাদেরকে নাত শুনাবো ❁ আ'লা হযরত এর কালাম পড়তে জানে না ❁ পূরনো পদ্ধতিতে নাত পড়ে ❁ সঠিক নিয়মে নাত পড়তে পারে না ❁ সে উদ্দীপনা সৃষ্টি কারী কালাম পড়তে জানে না ❁ আরবী কালাম পড়তে জানে না ❁ এই নাত পরিবেশনকারী পদ্ধতি পরিবর্তন করে নাত পড়ে ❁ অমুক নাত পরিবেশনকারী যেখানে টাকা বেশি সেখানে যায় এবং সেখানকার হিসাব অনুসারে নাত পড়ে ❁ যখন নাত পড়ে, তখন তার মুখটা কেমন যেন হয়ে যায় ❁ আরে! তার নাত পড়ার পদ্ধতি দেখ, মুখ বিকৃত করে, গলা ফাটিয়ে সূর বানায় যে, হাঁসি থামানো মুশকিল হয় ❁ মাহ্ফিলের আয়োজক অনেক বড় কৃপণ, পকেটে হাতও দিচ্ছেনা ❁ অমুকের আওয়াজ অনেক সুন্দর যার ফলে সে অহংকারী হয়ে গেছে ❁ সে তো অনেক বড় নাত পরিবেশনকারীদের পাত্তাও দেয় না। ❁ মঞ্চে ধনীদেরকে বসিয়ে রেখেছে ❁ তার দাম বাড়ানো অনেক হয়েছে ❁ কালামের পদ্ধতি ঠিক নেই ❁ ইকু সাউন্ডে তার গলা খুব কাজ করে ❁ সে হাদিয়া পেলে খুব উৎসাহ উদ্দীপনায় এসে যায় ❁ মানুষ বেশি হলে তার কণ্ঠ ও খুলে যায়,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

❁ অমুক নাত পরিবেশনকারী যেহেতু অবসর হয়েছে, সেজন্য নতুন নতুন পদ্ধতি বের করে ❁ ভাই! সেতো এমন বড় নাত পরিবেশনকারী যে, নিজের পালা আসলেই উপস্থিত হয় আর শেষ হওয়ার সাথে সাথে চলে যায় ❁ এরা উভয়ই নাত পরিবেশনকারীর এক জোড়ী তার অন্য কাউকে সুযোগ দেয় না ❁বার বার এক কালামই পড়ে থাকে ❁ অমুক নাত পরিবেশনকারীকে নকল করে ❁ জানিনা কোন শায়ের এর কালাম পড়তেছে ❁ মাহ্ফিলের আয়োজক নাত পরিবেশনকারীদের কোন সেবাই করেননি ❁ মাহ্ফিলের আয়োজক আমাকে টেক্সি ভাড়াও দেয়নি, অনেক বড় কৃপণ ❁ গলা ফাটিয়ে নাত পড়ার কারণে সমস্ত খাবার হজম হয়ে গেছে কিন্তু পরে জানা গেলো যে, মাহ্ফিলের আয়োজক পরবর্তীতে কোন খাবারের আয়োজন করেননি ❁ গত কালের মাহ্ফিলের আয়োজক অনেক বড় হৃদয়বান ছিলো, খাম খোলার পর ১২০০ টাকা পেলাম কিন্তু আজকের আয়োজক বড় কৃপণ শুধু ১০০ টাকা ধরিয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া গীবতের অসংখ্য উদাহরণ সম্পর্কে জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫০৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "গীবত কি তাবাহকারীয়া" অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভূল-ত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মিলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসুলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

মাকতাবাতুল মদীনা
Maktabatul Madina

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা